ভাষা নিয়ে ঝকমারি

দিলরুবা শাহানা

মানুষ যখনই একদেশ থেকে আরেক দেশে পৌঁছায় নতুন অনেক কিছুর সাথে হয় পরিচয়। নতুন ভাষা তার মাঝে একটি। ভাষা অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। মানুষ পরস্পরের সাথে ভাবের আদানপ্রদান করে ভাষার মাধ্যমে। একজন আরেকজনের ভাষা না জানলে ভাব বিনিময় করবে কি ভাবে? ভাষা না জানলে সাধারন(অসাধারন নয়) ভাবের প্রকাশ কষ্টকর। আকারে ইঙ্গিতে অথবা ছবি এঁকে মানুষের অসাধারন অনুভূতি প্রেম ভালবাসা হয়তো প্রকাশ করা যায় তবে প্রতিদিনের ভাবের বিনিময় সম্ভব নয়। তবে কখনো সখনো ছবি এঁকে কাজ চালানো যায় অবশ্য। বিখ্যাত লেখক সৈয়দ মোজতবা আলী ভিনদেশে রেষ্টুরেন্টে গিয়ে কাগজে মুরগী ও শুকরের ছবি আঁকলেন। তারপর মুরগীর ছবিতে টিক ও শুকরের ছবিতে ক্রস টেনে ওয়েটারের হাতে কাগজটা তুলে দিলেন। ওয়েটার সহজেই বুঝে গেল তাদের ফরমায়েস কি। ধীমান লেখকের এই কৌশল জানা থাকলে বিদেশে গেলে ভাষা না জানলে কৌশলটি কাজে লাগতে পারে।

মানুষের সাথে সাথে ভাষাও দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। উপনিবেশ কব্জা করেছিল বলে অনেক জায়গায় ইংরেজী ভাষা ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্রান্সের কলোনী ছিল বলে আফ্রিকার কোন কোন দেশে ফরাসী ভাষা চালু হয়েছে। এদিকে স্পেনের কলোনী হওয়ার সুবাদে দক্ষিণ ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশ গুলোতে স্প্যানিস ভাষা প্রচলিত। ল্যাটিন আমেরিকার মানুষের আরবী নাম শুনে অবাক হতে হয়। একসময়ে অটোমান মুসলিম শাসকরা স্পেন শাসন করেছিল পরে স্প্যানীয়রা কলোনী বানিয়ে ল্যাটিন আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা শাসন করেছিল তাতে করে আরবী নামগুলো স্পেন হয়ে আমেরিকার ওই অঞ্চলে পৌঁছায় সম্ভবতঃ। ভাষার প্রভাব নিয়ে গবেষণা হতে পারে।

যাহোক ইংরেজী ভাষা পৃথিবীর সব মহাদেশে বলার মত লোকজন আছে এতে কোন বিতর্ক নেই। কথা হল ভাষা ইংরেজী বললেও উচ্চারণে আঞ্চলিকতার ছাপ মিশে থাকে। অহংকারী ইংরেজ বলবে ভাষাতো ইংরেজীই কিন্তু তা হল ভারতীয় ইংলিশ, আরবী ইংলিশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার ইংলিশ। বলুক অসুবিধা কি তাতে? দশজন বাংলাদেশী, বা ভারতীয় অথবা আফ্রিকান সহজেই পাওয়া যাবে যারা কল কল করে আঞ্চলিকতায় আচ্ছন্ন ইংরেজী বলার ক্ষমতা রাখে। রবীন্দ্র প্রেমিক বাংলাভাষার নিষ্ঠকর্মী ইংরেজ ব্যক্তি উইলিয়াম রাদিচের প্রতি

শ্রদ্ধা রেখেই বলছি আসুক দেখি একসাথে দশজন ইংরেজ যারা ইংরেজী উচ্চারণে হলেও বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, আরবী বা আফ্রিকান ভাষা সহেলী বলতে পারবে। ইংরেজবাবু তখন একেবারেই কাবু!

যার বোধবুদ্ধি ও প্রজ্ঞা আছে সে বলে 'আরে এরাতো সাংঘাতিক বুদ্ধিমান মানুষ কি সহজে বিদেশী ভাষা রপ্ত করে ফেলেছে!' যার 'ঐ জিনিসের'(প্রজ্ঞার) ক্ষামতি আছে সে বলবে 'ইংরেজী বললেই হল নাকি উচ্চারণতো ঠিক নয়'।

ভাষাবিজ্ঞানী বা ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন খুব ছোটবেলা থেকে না শিখলে উচ্চারণ সঠিক হয় না। তার কারন বড় হয়ে গেলে মুখের ভিতরে মাংশপেশী বা মাসল সন্চালন ইচ্ছেমত করা যায় না। তাই হয়তো চেষ্টা করলেও উচ্চারণটা ঠিকঠাক মতো করা যায় না।

তবে বিদেশী বা ভিনভাষীদের ইংরেজী লেখার দক্ষতা সাধারন(পন্ডিত নন) ইংরেজকে বিস্মিত করে। এক ইরানী মহিলার উচ্চারণ প্রতিবেশী ইংরেজ বান্ধবী প্রায়ই শুধরে দিত। ইরানী মহিলা বিষয়টা সহজভাবেই নিয়েছিল। তবে উচ্চারণ ঠিক করে দিয়ে ইংরেজ মহিলা এমন ভাবে চোখে তাকাতো যে দৃষ্টি বলতো 'হয়না ডাক্তার বা প্রফেসর ইংরেজী তো ঠিকমতো হচ্ছে না'।

তো সেই ইংরেজ মহিলা একদিন একটি দরখাস্ত লিখে সেই ইরানীী মহিলার কাছে নিয়ে আসলো। ইংরেজ মহিলা জানতে চায় কোন শব্দটি লিখলে ঠিক হবে 'ইন্ডিপেন্ডেন্টলী' নাকি 'অটোনমাসলী'।

ইরানীতো ইংরেজ মহিলার ইংরেজী জ্ঞানের বহর দেখে হতভম্ব। পুরো দরখাস্ত নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে দিয়ে ইরানী মহিলা নম্রভাবে বললো

'এখানে ''ইন্ডিপেন্ডেন্টলী'' শব্দটাই ঠিকমতো যাবে তবে অনেক বানান ভুল ছিল। এরপরে কিছু লিখলে ডিক্সনারী দেখে নিও'।

উচ্চারণ গর্বে গরবিণী ইংরেজ মহিলা এবার নীরিহের মতো স্বীকার করলো ডিক্সনারী দেখা সে শিখেনি।

ভদ্রতার আভিজাত্যে বিনয়ী ইরানী মহিলা যা বলতে পারতেন তা হল 'উচ্চারণ ছাড়া তোমার দেখি বাকী সব শূণ্য'।

তবে সবাই কিন্তু উচ্চারণ বিষয়ক অভিযোগ সহজে মেনে নেয় না। এক ভারতীয় ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আত্নবিশ্বাসী ও দক্ষশিক্ষক হিসেবে সুনামও রয়েছে তার। ছাত্রদের

মাঝেও জনপ্রিয়। একবার একছাত্র তার বিরুদ্ধে অনুযোগ তুললো যে সে ওই শিক্ষকের কথা বা উচ্চারণ বুঝে না। প্রথম বর্ষের ছাত্র। শিক্ষক ভদ্রলোক তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন 'দেখ বাপু, ভারতীয় উচ্চারণে ইংরেজী বলে এখানে সাত বছর শিক্ষকতা করছি; আগামী মাসে বিলাতে যাচ্ছি শিক্ষকের চাকুরীতেই যোগ দিতে। মনে হয় তোমার কানে শোনার সমস্যা রয়েছে Go and get your ear fix'।

শিক্ষক ভদ্রলোক পরে ছাত্রটির বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানলেন যে সে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে স্কলারশীপ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে, আগে তার কোনদিন কোন বিদেশীর মুখে ইংরেজী ভাষাও শোনার সুযোগই হয় নি।

অনেক বইপত্র ঘেটে ব্যাকরণসম্মত উপায়ে ভাষা শিখলেই যে সব জানা, সব শেখা হয়ে যায় তা নয়। প্রতিদিনের জীবনযাপনে মানুষ কত কথা বলে, একই কথা প্রেক্ষিত অনুসারে নানা অর্থ ধারন করে।

যেমন এক ভদ্রলোক সকালবেলা ব্যস্তত্রস্ত ভাবে অফিসে ঢুকছেন। করিডোরে দুই সহকর্মী তাকে দেখেই সহাস্যে বলে উঠলো

'Speaking of the devil, devil is here'

ওই দু'জনেরই দরকার ছিল ভদ্রলোকের কাছে তারা কাজের কথাই শুরু করলো। ভদ্রলোক রাতে খাওয়ার টেবিলে ঘটনা বললেন এবং কেন তাকে 'শয়তান' বললো এনিয়ে ক্ষোভ ঢাললেন। ভদ্রলোকের মেয়ে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

'বাবা রাগ কর না। এটা ওদের কথার ধারা। আমরা একদিন আমাদের প্রিন্সিপালের কাছে যাচ্ছি পথেই তাকে পেলাম আমাদের বন্ধু বলে উঠলো'Speaking of the devil, devil is here' জান প্রিন্সিপাল বললেন যে তা শয়তানের কাছে কি দরকার বল?'

ভদ্রলোকের ক্ষোভ তখন মিটে গেল। উনি তখন বললেন

'এর মানে হচ্ছে মেঘের জন্য হাপিত্যেশ আর দেখি বৃষ্টিই নামলো'।

এবার বাংলাদেশে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের ঘটনা। সে বাংলাদেশে ব্রিটিশ ওভারসীজ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সীতে কাজ করছিলেন। ব্যাকরন সম্মত বাংলা শিখেছেন। গ্রামেগঞ্জে কাজের সুবাদে যেতে হতো তাকে। একবার গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে গ্রুপ ডিসকাসনে খুব সচেতনভাবে বাংলা বলছিলেন। এক পর্যায়ে গ্রামের মেয়েরা জানতে চাইলো

'ভাইয়ের কয় বাচ্চা?'

ভদ্রলোকের বুঝতে সমস্যা দেখে চটপটে একটি মেয়ে বলে উঠলো

‘কয় সন্তান আপনার?’

উনি তখন দু আঙ্গুল তুলে ধরে বললেন

‘আমার দুই মেয়েরা আছে’

গ্রুপ মিটিং শেষে যখন তার কাছে জানতে চাওয়া হল যে ‘দুই মেয়েরা’ কেন বলেছেন। ব্যাকরনসম্মত বাংলা জ্ঞান নিয়ে ভদ্রলোক বললেন তারতো Two girls আছে তাই দুই মেয়েরা বলা শুদ্ধ মনে হয়েছে।

তাকে যখন বুঝানো হল বাংলা এভাবে বলে না। এক হউক বা দশ হউক মেয়ে আছে বলতে হবে। এখানে মেয়েরা বলা ঠিক নয়। ইংষেজ ভদ্রলোক বাংলাভাষার ঝকমারীতে বিস্মিত ও নিজের ভাষাজ্ঞান নিয়ে বিপন্ন বোধ করলেন।

ভাষা হিসেবে ইংরেজী মোটামুটি সোজা বলা যায়। বর্ণমালাও কম। মাত্র ২৬টা অক্ষর তাতে আছে ৫টা ভাওয়েল বা স্বরবর্ণ।

বাংলাভাষায় ৪৯টি অক্ষর তার মাঝে ১১টি স্বরবর্ণ। আরও আছে স্বরচিহ্ন। এগুলো না জানলে ভাষাই জানা হবে না। ‘ই’ শিখলেই হবে না। সবজায়গায় ‘ই’ চলবে না। বই লিখতে ‘ই’ লাগবে তবে ‘বিয়ে’ লিখতে ‘ই’ শুরু করলে ‘ইব’ হবে।

ভিনদেশী ভিনভাষীদের পক্ষে এতসব শেখা, মনে রাখা, প্রয়োগ করা রীতিমত কষ্টকর প্রচেষ্টা। ভীষন জটীল কাজ।

ইত্যাদি জটীল বিষয় মাথায় রাখে বলেই বোধহয় বাংলাভাষীরা সহজে বিদেশী ভাষা রপ্ত করতে পারে।